41

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 02 AUG 1994
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

সরকারি কর্মসূচী ও প্রাথমিক শিক্ষার হাল

সরকারের অগ্রাধিকার সম্পর্কে যেন কোন সংশয় সৃষ্টি না হয় সে জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রী নিজের হাতে রেখেছেন। অর্থমন্ত্রী বলছেন, প্রাথমিক শিক্ষাই হচ্ছে সকল শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু। তিনি কয়েকদিন আগে বলেছেন, সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার কর্মসূচীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ক্রমবর্ধমান শিক্ষকের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ব্যাপক হারে শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীতে অর্থায়ন দ্বিগুণ করাসহ শিক্ষা খাতে সার্বিক বরাদ্দ বৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান ছাত্র ভর্তির প্রেক্ষাপটে ছাত্রদের স্থান সংকুলান, বিশুদ্ধ পানিসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধার ব্যবস্থাকরণ ইত্যাদি।

অর্থমন্ত্রী তার বাজেট বক্তৃতায় বলেছিলেন দেশের ৭০৭১টি বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ, ৩৪৫৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামত এবং ৩০৬০টি স্বল্প ব্যয়সম্পন্ন বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের জন্যও ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে নাকি রয়েছে ১২৫৬৯ জন প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ, যার শতকরা ৬০ ভাগ মহিলা। এ সব সংখ্যা নিয়ে অর্থমন্ত্রী গর্ব করতে ছাড়েননি।

বিগত অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী প্রাথমিক শিক্ষা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, এটা একটা দুঃখজনক বাস্তবতা যে, দেশের প্রায় সকল অঞ্চলেই বিদ্যালয় ভবনগুলোর অবস্থা খুবই শোচনীয়। সুতরাং এ সকল ভবন সংস্কারের জন্য একটি ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নেয়া আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৯৩-৯৪ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দকৃত ২২৭ কোটি টাকার অতিরিক্ত ১০০ কোটি টাকা রাজস্ব বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছে। অর্থাৎ বিদ্যালয় ভবন সংস্কারের জন্য গত অর্থবছরের মোট বরাদ্দ ছিল ৩২৭ কোটি টাকা। এর কতটা শেষ পর্যন্ত খরচ করা হয়েছিল, তার হিসেব পেতে হয়তো আমাদের আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলে থাকেন, বর্তমান সরকার শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং শিক্ষাখাতে সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী বলে থাকেন, 'মানি ইজ নো প্রব্লেম', টাকা পয়সা কোন সমস্যা নয়। বর্তমান সরকার যদি দক্ষভাবে তার প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেন তবে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারে সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার কথা নয়। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার হাল দেখলে মনে হবে সরকারের কথা ও কাজের মধ্যে ব্যবধান দুস্তর। পত্রপত্রিকায় অহরহই প্রাথমিক শিক্ষার যে চিত্র তুলে ধরা হয় তার দু'একটা উদাহরণ দিলে এই ব্যবধানটা আন্দাজ করা যেতে পারে।

পত্রান্তরে এক খবরে প্রকাশ, মুন্সীগঞ্জ জেলায় প্রায় ৫০ হাজার শিশু প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। শিক্ষক স্বল্পতা, স্কুল ভবনের জরাজীর্ণ অবস্থা, শিক্ষা উপকরণের অভাব, চেয়ার-টেবিলসহ আসবাবপত্রের অভাব ইত্যাদি বেহাল প্রাথমিক শিক্ষার কারণ। জেলায় ৪০টি প্রধান শিক্ষকের পদ এবং ৬৪টি সহকারী শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য। গত ৭ বছর ধরে জেলায় শিক্ষা অফিসার নেই। অনেক স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা গাছতলায় ক্লাস করে। গত বছর মে মাসের ঝড়ে ৬টি বিদ্যালয় সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়। মেরামতের কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। ৭৭টি স্কুলে নলকূপ নেই। ৪৭টি স্কুলের নলকূপ দীর্ঘদিন যাবৎ অকেজো।

আমাদের সংবাদদাতারা জানাচ্ছেন, দক্ষিণ চট্টগ্রামের সাতটি থানার অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্রের অভাব। মেঝেতে বসে ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়া করে। মির্জাপুরে ১৪ বছরে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে ২৫ হাজার। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বেড়েছে ৫টি। বাকি সমস্যাগুলো মুন্সীগঞ্জের অনুরূপ।

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ঘাটতির জন্য সরকার কাকে দায়ী করবেন তা আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়। এই খাতের জন্য বিদেশীরাও ঋণ অনুদান দেয়ার জন্য সদাপ্রস্তুত। রাজস্ব বাজেটেও সর্বোচ্চ বরাদ্দ সবার সমর্থন আদায় করেছে। দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাও বিপুল, যারা প্রাথমিক শিক্ষকের দায়িত্ব সহজেই পালন করতে পারে। তা হলে সমস্যাটা কোথায়। আমাদের শিক্ষা প্রশাসন এর জবাব দেবেন কি?